

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ
www.mof.gov.bd
বাজেট অনুবিভাগ-১, শাখা-১

নং- ০৭.১০১.০২০.০০.০০.০১০.২০১৬-৬৩৭

তারিখঃ ০৩ অক্টোবর, ২০১৬

বিষয়ঃ বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ।

সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ বর্তমানে কম্পিউটারভিত্তিক মাল্টিমিডিয়া ডাটাবেজের (iBAS) মাধ্যমে বাজেট প্রণয়ন করছে। সরকারের নীতি, উদ্দেশ্য ও অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বাজেট প্রণয়ন, সরকারি দপ্তর ও সংস্থাসমূহের কর্মকৃতি (performance) মূল্যায়নের লক্ষ্যে কর্মকৃতি ও ফলাফল নির্দেশক এবং বছরভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের ক্ষেত্রেও মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহ যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করেছে। তবে সময়মত ও সুষ্ঠু বাজেট বাস্তবায়ন এখনো একটি প্রধান চ্যালেঞ্জ।

২. প্রতিবছর বাজেটে কিছু নতুন নীতি/কর্মসূচি/কার্যক্রম ঘোষণা করা হয়। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের আন্তরিক প্রচেষ্টায় ২০০৯-১০ অর্থবছর হতে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বাজেটে ঘোষিত কার্যক্রমসমূহের মধ্যে অধিকাংশ কার্যক্রম ইতোমধ্যে সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। তবে বিগত তিন বছরে ঘোষিত কিছু কার্যক্রম এখনো বাস্তবায়নধীন রয়েছে। তাছাড়া ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেটেও কিছু কার্যক্রম ঘোষণা করা হয়েছে। এ সকল কার্যক্রম যথাসময়ে সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট ও সময়নিষ্ঠ (Timebound) পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৩. বিগত বছরসমূহের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের বাজেট বাস্তবায়ন সাধারণত অর্থবছরের প্রথমার্ধে ধীরগতিতে চলে। অর্থবছরের শুরুর দিকে বাজেটে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী রাজস্ব আহরণের ক্ষেত্রে যেমন ধীরগতি পরিলক্ষিত হয়, তেমনি বেতন-ভাতা ব্যতীত অন্যান্য আইটেমের বিপরীতে ব্যয়ের পরিমাণও কম থাকে। বিশেষ করে বিভিন্ন ইউটিলিটি বিল পরিশোধ, মেরামত সংরক্ষণ, নির্মাণ ও পূর্ত এবং মালামাল ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে অর্থ বছরের শেষ দিকে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়ে থাকে। ফলে অনেক ক্ষেত্রে সরকারি ব্যয়ের গুণগতমান নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না। উপরন্তু, বছরের শেষে এসে সরকারকে অপরিকল্পিত ঋণের দায়ভার গ্রহণ করতে হয়। ফলে, বাজেট শৃংখলা নিশ্চিত করা যায় না। তবে সাধারণত অর্থবছরের শুরুতে ব্যয়ের পরিমাণ কম থাকলেও এ সময়েও কখনো কখনো কোন কোন মন্ত্রণালয়ের ক্ষেত্রে ব্যয়ের পরিমাণ অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পাওয়ার এবং এর ফলে সরকারি ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধির নজির রয়েছে।

৪. সরকারের আয় ও ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্যহীনতার একটি প্রধান কারণ রাজস্ব আহরণ ও সরকারি অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে সুষ্ঠু পরিকল্পনা না থাকা। জাতীয় সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত বাজেট সুষ্ঠুভাবে সময়মত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আগাম পরিকল্পনা গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে অপরিকল্পিত সরকারি ঋণ এড়ানো এবং ঋণজনিত ব্যয় (borrowing cost) উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস করা সম্ভব হবে আশা করা যায়।

৫. এ সকল বিষয় বিবেচনায় নিয়ে প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের বাজেটের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অর্থবছরের শুরুতেই একটি বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা গ্রহণ, যথাযথভাবে উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং বাজেট বাস্তবায়ন নিয়মিতভাবে পরিবীক্ষণ করা প্রয়োজন। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ যাতে বাজেট বাস্তবায়নের একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারে সে লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নীতিমালা ও পদ্ধতিসহ বিভিন্ন ফরম প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত নীতিমালা ও পদ্ধতি অনুসরণে প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা একান্ত জরুরী।

